লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কলাকৌশল (রবি, খরিপ-১, খরিপ-২) ঃ

	গ্রহীত প্রযুক্তিসমূহ	মন্তব্য
	১। লোগো পদ্ধতিতে রোপন ২। ধান ফসলে শতভাগ পাচিং ৩। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার ৪। আলোক ফাঁদ স্থাপন ৫। ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহার ৬। ইয়োলো ট্রেপ ব্যবহার ৭। বছর ব্যাপী বসতবাড়ীতে সবজি চাষ ৮। ভার্মিকম্পোষ্ট, ট্রাইকোকষ্ট ও জৈবসার উৎপাদন ৯। জলমগ্ন সহিষ্ণু জাতের ব্যবহার ১০। স্বল্প মেয়াদকালীন জাতের ব্যবহার ১১। আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার ১২। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার ১৩। শাকসবজি ও ভুট্টার হাইব্রিড জাতের ব্যবহার ১৪। সরিষা, সূর্যমুখী ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ ১৫। ধানের সদ্যছাড়কৃত জাতের সম্প্রসারণ	

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কলাকৌশলঃ

- স্বল্প মেয়াদী জাত আবাদ করা।
- অধিক উৎপাদনশীল জাতের আবাদ করা।
- এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রুপান্তর।
- দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রুপান্তর।
- তিন ফসলি জমিকে চার ফসলিতে রুপান্তর।
- সাময়িক পতিত জমিকে আবাদী জমির আওতায় আনা।
- সর্জন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমি আবাদের আওতায় আনা।
- চরাঞ্চলের জমি আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক জাতের বীজ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।